ফোন ঃ (০৩৩) ২২৮৬-৫৬৫৭
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭-৫৩৯১

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

(রেজিস্টার্ড ঃ- পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট XXVI, 1961)
রেজিস্ট্রেশান নং-এস/৫৫৬৯৩ (১৯৮৭-১৯৮৮ বর্ষে)
১৬২ -বি, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৫ম তল, রুম নং ঃ ৪০১ ও ৪০২
E-mail:pbvmancha@gmail.com
Website : http://www.pbvm.org.in

পত্রাঙ্ক ঃ..... তারিখ ঃ.....

দেশের বিকাশ ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে
চাই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণা, চাই বিজ্ঞান মানসিকতার প্রসার, চাই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি

সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্ব জুড়েই শোনা যাচ্ছে যুক্তিবাদ বিরোধী অপবিজ্ঞানের প্রচার। আঘাত আসছে বিজ্ঞান চিন্তা ও গবেষণার উপরে। ওয়াশিংটন ডিসি-তে গত ২২শে এপ্রিল বসুন্ধরা দিবসে পথে নেমেছিলেন হাজার হাজার মানুষ সে দেশে বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারী আনুকূল্য সঙ্কোচনের প্রতিবাদে। সেই মিছিল থেকে দাবি উঠেছে তথ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নির্ভর সরকারী নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের।

আমাদের দেশে নানা ঘটনা ঘটছে যা যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান বিরোধী। পাশাপাশি আসছে বিজ্ঞান গবেষণার উপর আঘাত। গত কয়েক বছর ধরেই থমকে আছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ। এ বছর বাজেটে এই বরাদ্দের চেহারা আরও করুণ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর থেকে বিভিন্ন গবেষণাগারগুলিকে বলা হয়েছে তাদের বার্ষিক খরচের ৩০% নিজেদের যোগাড় করে নিতে। দেরাদুনে অনুষ্ঠিত সি এস আই আর এর চিন্তন শিবিরে বিভিন্ন সি এস আই আর এর গবেষণাগারগুলিকে তাদের মোট খরচের অর্ধাংশ যোগাড় করে নিতে বলা হয়েছে এবং গবেষণাগারগুলিকে কেবল এমন গবেষণাতেই হাত দিতে বলা হয়েছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক কর্মসূচির সাথে মানানসই। উল্লেখ্য সেই চিন্তন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ভারতী নামক একটি সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। যারা কোনদিন বিজ্ঞান গবেষণা করেছেন বলে শোনা যায় নি। যে সমস্ত বিজ্ঞান গবেষণায় দেশ এগোতে পারে, স্বনির্ভর হতে পারে, তাতে সরকারের কোন উৎসাহ নেই। কোন্ বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা চাইছে এই কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে আই. আই. টি.-র পাঠ্যসূচীতে বাস্তুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তিতে। এ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা সংস্থাগুলিতে কেন্দ্রীয় অনুদানে যে সমস্ত গবেষণা প্রকল্প চলে বহুক্ষেত্রেই তার বরাদ্দ অর্থ হয় এসে পৌঁছচ্ছে না অথবা মাসের পর মাস লেগে যাচ্ছে এসে পৌঁছতে - কোন এক অজ্ঞাত কারণে। মাসের পর মাস ভাতা ও বেতন পাচ্ছেন না এক বিরাট সংখ্যক গবেষক ছাত্র। বলা বাহুল্য এতে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকল্পগুলির এবং বহুক্ষেত্রেই থেমে যাচ্ছে গবেষণার কাজ। তিরুপতি বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণায় ভারত হবে বিশ্বের অন্যতম। এটা একটা ফাঁকা আওয়াজ, বরং বাস্তবে ঘটছে উল্টোটা। বলা হচ্ছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। ভারতে কিছু জিনিস বানাতে গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া উচিত - সরকার করছে ঠিক তার উল্টো। ইউ জি সি, সি এস আই আর প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রয়োজন পথে নামবার। সোচ্চার হবার। দায়িত্ব শুধু বিজ্ঞান গবেষকদেরই নয় - এ দায়িত্ব বিজ্ঞানমনস্ক প্রতিটি নাগরিকের। আসুন দেশের বিকাশ ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ১লা জুলাই ২০১৭, শনিবার, দুপুর ১-৩০ মিনিটে বসু বিজ্ঞান মন্দির (রাজাবাজার) থেকে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশান (ড. বীরেশ গুহ স্ট্রীট, পার্কসার্কাস) পর্যন্ত 'বিজ্ঞান ও স্বদেশ সংহতি পদযাত্রা'য় সামিল হই। আশা করি আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সফল হবে এই কর্মসূচি।

রাজ্য কমিটি
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ